UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩ January-March 2013

২৬তম বর্ষ, ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা Volume-XXVI, No. I, II & III

আইনের শাসন এগিয়ে নিতে জাতিসংঘের ভূমিকা : চ্যালেঞ্জ এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

জ্যান এলিয়াসন*

আইনের শাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

আইনের শাসনের ভিত্তির ওপরই জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটা শান্তি ও স্থিতিশীলতার মূল বিষয়। সাধারণ পরিষদের সকল রাষ্ট্রের জাতিসংঘ সনদ ও সুবিস্তৃত আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সকল সদস্য রাষ্ট্র এসব আইনের আওতাধীন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তারা এগুলো প্রয়োগ করবে এবং এসব আইনের চোখে তারা সবাই সমান বলে প্রত্যাশা করা হয়। এই মূল নীতি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করাই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসন এগিয়ে নিতে আমাদের কর্মপ্রয়াসের মূল কথা নিয়মাচার, সামাজিক চর্চা ও মূল শাসন প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, লালন করার মাধ্যমেও সদস্য দেশগুলোর ভেতরে জাতিসংঘ আইনের শাসন এগিয়ে নেয়। রাজনৈতিক নেতারা যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার আওতাধীন এটা রাজনৈতিক ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার রোধ করার মাধ্যমে সেসব প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। এটা বিশেষ করে সংঘাত-পরবর্তী পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নিষ্পত্তি সুদৃঢ় ও তার ওপর নির্ভর করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আইনের শাসন কীভাবে আইন ও আদালতকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে যায় তা বিবেচনা করাও গুরুত্বপূর্ণ। কোনোরূপ বৈষম্য না করে সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য একটি আইনের সরকার এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমে আইনের শাসন সমাজের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা অবারিত করে দেয়। এটা রাষ্ট্রীয় সত্তাগুলোকে জনপরিসেবা প্রদানে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে এসব পরিসেবার সুযোগ গ্রহণের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়ন করে। আইনের শাসন সর্বজনীন মানবাধিকার বলবৎ ও সুরক্ষার ব্যবস্থাও জোরদার করে। ফলে আইনের শাসন জোরদার বলে তা সুযোগ ও ন্যায্যতা দুটোই সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে তা রাষ্ট্রগুলো ও জাতিসংঘের বৃহত্তর দায়িত্বের উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আইনের শাসন বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন আইন উন্নয়ন সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা আইরিন খান

আইনের শাসন বিষয়ে সাধারণ পরিষদের ঘোষণা

আইনের শাসনের গুরুত্ব তুলে ধরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা গ্রহণের মাধ্যমে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর আইনের শাসন সম্পর্কিত তার প্রথম উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলন শেষ করে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই

প্রথমবারের মতো স্বীকার করে যে, 'সকল ব্যক্তি, স্বয়ং রাষ্ট্রসহ সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও সত্তা যথার্থ, সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত আইনের কাছে জবাবদিহি থাকবে এবং কোনোরূপ বৈষম্য ছাড়া আইনের সমান সুরক্ষার প্রাধিকারী হবে।' ঘোষণায় বিচার ব্যবস্থা থেকে অপ্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব, অন্তর্বর্তীকালীন বিচার ব্যবস্থা, সীমান্ত অতিক্রমী সংঘবদ্ধ অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ, দুর্নীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসহ আইনের শাসনের ব্যাপ্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ঘোষণায় দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরুল্লেখ্য করা হয়েছে যে, শান্তি ও নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রাখার জন্য আইনের শাসন অপরিহার্য।

সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা

ঘোষণায় ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ বিশ্ব শীর্ষ সম্মেলনের মূল সূত্রের ওপর নির্ভর করে এসব যোগসূত্রের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। উন্নয়ন ছাড়া কোনো শান্তি হতে পারে না; শান্তি ছাড়া কোনো উন্নয়ন হতে পারে না। আর মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া কোনো স্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীল উন্নয়ন হতে পারে না। এখন আমাদের চ্যালেঞ্জ হলো ঘোষণা বাস্তবায়ন এবং এর আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করা। এটা করতে হলে আমাদের কাজের মধ্যবর্তী এই তিন স্তম্ভজুড়ে প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেলা এবং একটি কল্যাণমুখী ও সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনের শাসন এসব সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধানের জন্য আমাদের কাজের তিনটি স্তম্ভের সবকটিই অতিক্রমে সহায়তা করে।

বিশ্বব্যাংকের ২০১১ সালের বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্টে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও কাজের মতো ক্ষেত্রগুলোতে ভঙ্গুরতার চক্র ছিন্ন করার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এই তিনটি বিষয়ই যে প্রধান তার বাস্তব প্রমাণসহ ধারণাটি তুলে ধরা হয়েছে। এর প্রতিটিই আইনের শাসনের মাধ্যমে জোরদার করা যেতে পারে। সংঘাত বিধ্বস্ত এলাকায়, যেখানে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা নির্ভর অন্তর্বর্তীকালীন বিচার ব্যবস্থা নিরাপত্তাকে স্থিতিশীল করে সেখানে

আইনের শাসনের উন্নয়ন বিষয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সভা

একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এটার প্রয়োজন। অপরাধের হোতাদের বিচারে সোপর্দ করার মাধ্যমে আমরা উপশমের প্রক্রিয়া শুরু করি। সত্য ও পুনর্মিলনে সহায়তার মাধ্যমে আমরা সম্প্রদায়গুলোর পুনরেকত্রীকরণের সুযোগ সৃষ্টি করি। ক্ষতিপূরণ ও প্রত্যর্পণ লালনের মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের বীজ রোপণ করি। এ ধরনের একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি জাতিসংঘ ও জাতীয় কর্তৃপক্ষের জন্য অপরাধের হোতা ও আইনজীবী, সমাজকর্মী, মানবাধিকার, পেশাজীবী ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞের মতো বিভিন্ন শ্রেণীকে আইনের শাসনের পতাকাতলে সমবেত করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে।

আইনের শাসনকে মূলধারাভুক্ত করা

তাই আইনের শাসনকে মূলধারাভুক্ত করা আমাদের সবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য আমাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মূলধারায় নিয়ে আসার চলতি প্রচেষ্টা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। জাতিসংঘ তার কার্যক্রমে মানবাধিকারকে সক্রিয়ভাবে মূলধারাভুক্ত করে যাচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে মানবাধিকার ও বাধ্যবাধকতা যাতে আমাদের কাজ ও কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রদ্ধান্বিতও জোরদার হয়, তজ্জন্য অধিকার ও বাধ্যবাধকতা, কোথায় আটকে যায় তা সর্বক্ষণ চিহ্নিত করা। অনুরূপভাবে জাতিসংঘ ১৯৯৭ সাল থেকে লিঙ্গভিত্তিক সমতাকে সক্রিয়ভাবে মূলধারাভুক্ত করে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে জাতিসংঘ ব্যবস্থার অধীন সকল সংস্থাকে লিঙ্গভিত্তিক প্রেক্ষিত গ্রহণ এবং তাদের কাজ ও কর্মসূচি প্রণয়নে লিঙ্গভিত্তিক সমতার লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগদানে উৎসাহিত করা।

এখন আমাদের প্রয়োজন, আইনের শাসনের জন্য অনুরূপ একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা। আমাদের সকল সংস্থায় তাদের চলতি কাজগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। কোন কোন বিধান প্রাসঙ্গিক এবং কোনগুলো বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে? স্বার্থসংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনের শাসনের কোন কোন ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে? এসব ব্যবস্থার সুযোগ সবাই নিতে পারে? আমরা যেসব কাজ করি তার সবগুলোর ক্ষেত্রে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি আইনের শাসন সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে তুলে ধরতে পারে।

সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আইনের শাসন বিষয়ে জাতিসংঘের সহায়তা

আইনের শাসন মূলধারাভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা যেসব উপায়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আইনের শাসন জোরদার সহায়তা করছি, সেগুলোও উন্নত করতে পারব। জাতিসংঘ ১৫০টির বেশি সদস্য রাষ্ট্রকে আইনের শাসন বিষয়ে সহায়তা দিচ্ছে। এসব কাজ বিভিন্ন প্রসঙ্গে হচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংঘাত, সংঘাত-পরবর্তী ও শান্তি গড়ে তোলা পরিস্থিতি। জাতিসংঘের তিন

বা তার চেয়ে বেশি সংস্থা অন্তত ৭০টি দেশে আইনের শাসন সম্পর্কিত কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং ৫ বা তার চেয়ে বেশি সংস্থা নিয়োজিত রয়েছে ২৫টির বেশি দেশে। সতেরোটি শান্তি কার্যক্রমের আইনের শাসনের ম্যান্ডেট রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে আমরা আইনের শাসন বিষয়ে ব্যাপক সহায়তা দিচ্ছি— যার মধ্যে রয়েছে ন্যায়বিচারের সুযোগ লাভের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নে সুশীল সমাজের সঙ্গে কাজ করার জন্য আদালত, কারাগার ও পুলিশ এবং সংসদ ও ন্যায়পালের মতো আইনের শাসন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য গড়ে তোলা। এই কাজের আওতা কল্যাণমুখী ও আইনের শাসনে খাতভিত্তিক সাহায্য করার ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তাদানে জাতিসংঘকে একটা জোরদার তুলনামূলক সুবিধা দিচ্ছে।

জাতিসংঘ সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত বিপুলসংখ্যক নিয়মাচার ও মানও গড়ে তুলেছে। জাতিসংঘ ইতোমধ্যেই সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে দুর্নীতি দমনের মতো বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মানবাধিকার চুক্তি সংস্থার মাধ্যমে সফলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। তবে আরো অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে। যেহেতু জাতিসংঘ এসব নিয়মাচার গড়ে তোলার ফোরাম ও জিম্মাদার, সেহেতু এগুলো বাস্তবায়নে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তাদানে তার একটা জোরালো তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। পরিশেষে, সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে বাইরের স্বার্থ শাসনের এই স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে পরামর্শ ও সহায়তাকে কলুষিত করতে পাবার সন্দেহকে লাঘব করে আইনের শাসন জোরদারে জাতিসংঘ আদর্শিকভাবে জাতীয় উদ্যোগে সাহায্য করার মতো অবস্থানে রয়েছে। আইনের শাসনে সহায়তার প্রয়াসে জাতিসংঘের যে একটা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করা উচিত, এটা তার আরেকটি জোরালো কারণ।

সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ

আইনের শাসনে সহায়তাদানে জাতিসংঘ আদর্শিকভাবে একটা অবস্থানে থাকার কারণে তা যখন সমন্বয় করতে যায়, তখন

জাতিসংঘের সাবেক ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল আশা রোজ ম্যারি মিগিরো আইনের শাসন বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করছেন (ডান দিক থেকে সপ্তম)

জাতিসংঘ পরিবারের বিপুলসংখ্যক সংস্থা একটা চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। এটা উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগের কারণ এবং এজন্যই তারা আইনের শাসনে তাদের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তাদানে জাতিসংঘকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেনি।

মহাসচিব বান কি-মুন সম্প্রতি বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন এবং ব্যাপক অভ্যন্তরীণ পরামর্শের পর আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার জন্য একটি নতুন নির্দেশনা নির্ধারণ করেছেন। ২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে নীতি কমিটিতে আলোচনার পর তিনি আইনের শাসন জোরদার করার কর্মকৌশল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কাজ করার জন্য জাতিসংঘের মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তদনুসারে দেশের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের আইনের শাসনের কর্মকৌশল পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ, রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা নিমায়ক এবং আইনের শাসনে জাতিসংঘের দেশভিত্তিক সহায়তা সমন্বয়ের জন্য তারা দায়ী ও তাদের জবাবদিহি করতে হবে। একই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিভিন্ন জাতিসংঘ সংস্থার হাতে পরিচালন বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এসব নতুন দায়িত্ব পালনে মাঠ পর্যায়ের নেতৃত্বকে সমর্থনদানের লক্ষ্যে নীতি কমিটি সংঘাত-পরবর্তী ও অন্যান্য সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পুলিশ, বিচার ও সংশোধনের ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম দপ্তর ও জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির যৌথ গ্লোবাল ফোকাস পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছে। এই দায়িত্ব অনুযায়ী তারা মাঠ থেকে সহায়তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে অর্জিত শিক্ষা ও সর্বোত্তম চর্চার আলোকে সদর দপ্তরের সমন্বিত সাড়া জ্ঞাপন করবে।

পরিশেষে নীতি কমিটি, যার সভাপতির দায়িত্বে আমি রয়েছি তা জাতিসংঘের নতুন নতুন সুযোগ আগে থেকেই জানতে ও কাজে লাগাতে পারা এবং বিপুলসংখ্যক স্বার্থসংশ্লিষ্টের সঙ্গে যোগসূত্র রচনার সামর্থ্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে আইনের শাসন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে জাতিসংঘের কর্মকৌশলগত সংস্থা হিসেবে কাজ করার জন্য আইনের শাসন সমন্বয় ও সম্পদ গ্রুপের ভূমিকা জোরদার করেছে।

এসব প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থা এখন বর্ধিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার মতো অবস্থায় রয়েছে। তবু এই দায়িত্ব জাতিসংঘের কাছে সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিপক্ষীয় দাতারা আইনের শাসনে সদস্য দেশগুলোকে সহায়তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দিয়ে যাচ্ছে। তারা যে সহায়তা দিচ্ছে তাদের তা সমন্বয়েরও বিরাট প্রয়োজন রয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য এটা করার একটা উপায় হবে আইনের শাসনে জাতিসংঘের মাধ্যমে তাদের বেশি সহায়তা দেয়া। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের জোরালো তুলনামূলক সুবিধা এবং সমন্বয় ও সঙ্গতি বাড়ানোর লক্ষ্যে সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রেক্ষিতে আমি আস্থাশীল যে, আমাদের কাজের

প্রয়োজনীয়তা দেখাতে পারছি বলে ভবিষ্যতে সহযোগিতার এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আরো বেশি তহবিল আসবে।

আইনের শাসন এবং ২০১৫-পরবর্তী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রম, জনপরিসেবা প্রদান এবং ভূমি, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে, যার সবগুলোই স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল বিষয়। এই যোগসূত্রকে স্বীকার করে সাধারণ পরিষদের সাতষট্টিতম আধিবেশনের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের ঘোষণার অনুচ্ছেদ ৭এ আইনের শাসনকে ২০১৫-পরবর্তী আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডায় বিবেচনার অনুরোধ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের জন্য তাই চ্যালেঞ্জ হবে সদস্য দেশগুলোর কাছে একটি ২০১৫-পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা উপস্থাপন করা, যাতে আইনের শাসন ও একগুচ্ছ প্রাসঙ্গিক সূচক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এটা হবে জটিল কাজ। নতুন এজেন্ডার মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি) সহস্রাব্দ সহজাত ও গ্রহণযোগ্যতা বহাল থাকতে হবে। তবু বহুস্তরবিশিষ্ট শাসন নীতি হিসেবে আইনের শাসন অপরিহার্যভাবে এ ধরনের ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে ভালোভাবে সম্পৃক্ত হতে দেয় না। তবু এমন কিছু বাস্তব ধারণা রয়েছে যেগুলো জাতিসংঘ ও সদস্য দেশগুলো গড়ে তুলতে ও যৌথভাবে এগিয়ে নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, জন্মনিবন্ধন সংক্রান্ত যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে তা হলো অধিকার ও নাগরিকত্বের প্রয়োগ, যা দাপ্তরিক আইনের মাধ্যমে উদ্ভূত আইনের শাসনের সঙ্গে অন্তর্নিহিতভাবে সম্পর্কিত। আরেকটি দৃষ্টান্ত বিবেচ্য হতে পারে যে, নরহত্যার হার নিরাপত্তার একটা বিশ্বাসযোগ্য সূচক কিনা এবং কোনো ধরনের উপাত্ত বিচার লাভের সুযোগকে প্রতিফলিত করবে। অবশ্য ২০১৫- পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা নিয়ে আমাদের পরিকল্পনা ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জনে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে যেন আমাদের সরিয়ে না নেয়। আমাদের আইনের শাসনের কর্মসূচি সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অব্যাহত অবদান রাখবে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

সেই সাহসী অথচ বাস্তব এজেন্ডা গড়ে তোলার এটা একটা সাড়া জাগানো সময়, যা যেসব লোকের আমরা সেবা করছি, তাদের সাহায্য করবে। আইনের শাসন যে মূল ভূমিকার দাবি রাখে তাকে আমাদের তা দিতেই হবে। আইনের শাসনকে আমাদের দৈনন্দিন কাজের মূল ধারাভুক্ত করার জন্য আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। সদস্য দেশগুলোকে সঙ্গতিপূর্ণ সহায়তার মাধ্যমে আইনের শাসন জোরদারে সমর্থন দিতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য, ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডার জন্য এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কাজের জন্য আইনের শাসন যেন তার স্থান খুঁজে পায়।

জ্যান এলিয়াসন*
ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, জাতিসংঘ

উন্মুক্ত সুযোগ এবং বিরুদ্ধ মন : ডিজিটাল যুগে মেধা সম্পদ ও জনস্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বিধান

নালাকা গুণবর্ধন*

প্রায় এক দশক আগে দক্ষিণ আফ্রিকাভিত্তিক ব্রিটিশ প্রামাণ্যচিত্র প্রযোজক নেইলকুরি আফ্রিকার মপেন বনাঞ্চলজুড়ে জটিল ইকো ব্যবস্থা নিয়ে *দ্য এলিফ্যান্ট দ্য এমপেরর অ্যান্ড দ্য বাটারফ্লাই ট্রি* নামে একটি অনবদ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই আকর্ষণীয় কাহিনী শীর্ষ স্থানীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ইতিহাসনির্ভর চলচ্চিত্র উৎসবগুলোতে অনেক পুরস্কার জয় করেছে।

গবেষণা ও কাহিনীর চিত্র ধারণের কাজে বোতসোয়ানায় বেশ কয়েক মাস কাটানোর পর চলচ্চিত্রটি যেখানে ধারণ করা হয়েছিল, নেইল তা সেখানে নিয়ে যেতে চান। তিনি জানতেন যে, ঐ এলাকার অভয়ারণ্য ও স্কুলগুলো স্থানীয় জনগণ ও দর্শনার্থীদের শিক্ষাদানের কাজে চলচ্চিত্রটি ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু একটি সমস্যা দেখা দেয়। ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের (বিবিসি) প্রাকৃতিক ইতিহাস ইউনিট চলচ্চিত্র নির্মাণে অর্থায়ন করেছিল বলে তা ছিল চলচ্চিত্রের স্বত্বাধিকারী এবং তারা নেইলের সঙ্গে একমত হয়নি। বোতসোয়ানায় ব্যবহারের লক্ষ্যে ডিভিডি'র একটি মাত্র কপির জন্য নেইলের অনুরোধ আমলাতন্ত্রের বেড়াজালে ঘুরপাক খায়। পরিশেষে তিনি হাল ছেড়ে দেন। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং বিবিসিও একমাত্র দোষী নয়। প্রতি বছর বিভিন্ন পরিবেশ, উন্নয়ন ও সামাজিক বিষয় নিয়ে শত শত প্রামাণ্যচিত্র ও টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণে বিপুল অঙ্কের সরকারি বা জনসেবামূলক তহবিল ব্যয় করা হচ্ছে। এগুলো অল্প কয়েকবার সম্প্রচার করা হয়; কিছু কিছু চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় বা ডিভিডি'র মাধ্যমে মুক্তি দেয়া হয়। এগুলোর বেশিরভাগই সম্প্রচার মহাফেজখানায় তালাবন্দি হয়ে পড়ে থাকে এবং সেগুলো কখনো আর দেখা যায় না।

এটা এমনি এক হারানো সুযোগ। অনেক তথ্যসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের তাকে পড়ে থাকার জীবন দীর্ঘ এবং বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, যেখানে সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে, সেখানে শিক্ষা, সপক্ষতা ও প্রশিক্ষণে এসব চলচ্চিত্র অত্যন্ত কাজে আসতে পারে। কিন্তু বিশ্বের উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় গোলার্ধের কোথাও সম্প্রচার শিল্পের বিনিময়ের সংস্কৃতি নেই। এমনকি ব্যক্তি যেখানে তার সৃষ্টিকর্ম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে দিতে আগ্রহী হয়, সেখানেও প্রাতিষ্ঠানিক নীতি অনেক সময় তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যোগাযোগ একটা ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ায় রয়েছে। টেলিভিশন বিশ্বের সর্বাধিক পরিব্যাপক

মাধ্যম হলেও সম্প্রচার এককভাবে তা সম্পাদন করতে পারে না। উন্নয়নশীল এশিয়ায় আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র গ্রুপের মধ্যে স্বল্প পরিসরের আওতায় আলোকপাতের ফলপ্রসূতা অনেকক্ষেত্রে বেশি। তবে সম্প্রচারবহির্ভূত অধিকারগুলো দূর করা একটা বড় সংগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্ব মুক্ত অঞ্চল?

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের উনষাটতম বার্ষিক ডিপিআই/এনজিও সম্মেলনে আমি সরকারি ও বাণিজ্যিক সম্প্রচারকারীদের প্রতি প্রারম্ভিক সম্প্রচারের পর তাদের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট টেলিভিশন সৃষ্টিকর্মগুলো ছেড়ে দেয়ার এবং তাদের মহাফেজখানায় শিক্ষা ও সুশীল সমাজ গ্রুপগুলোকে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার অনুরোধ জানাই। দারিদ্র্য ও উন্নয়নকে গ্রন্থস্বত্ব মুক্ত অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করার জন্য সম্প্রচারকারীদের কাছে প্রস্তাব রাখি। এশিয়ার বিভিন্ন উপলক্ষ ও সম্মেলনে দেয়া বক্তৃতায় সেই থেকে আমি বারংবার এই আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করি। অনেক গণমাধ্যম ব্যবস্থাপক ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে একমত হলেও তাদের প্রতিষ্ঠান ও শিল্প আগের মতোই ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

উৎসাহের কথা হলো, অল্প কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, রয়েছে: ২০০৯ সালে কাতারভিত্তিক সংবাদ চ্যানেল আল জাজিরাই প্রথম বৈশ্বিক সম্প্রচারকারী, যা তার রিপোর্টার ও কলাকুশলীদের সংগৃহীত নির্বাচিত সংবাদ ও চলতি ঘটনাবলির ফুটেজ বিনামূল্যে প্রদান করে। আলজাজিরা এ ধরনের ফুটেজ যে কাউকে ডাউনলোড, বিনিময়, রিমিক্স, সাবটাইটেল ও পুনঃসম্প্রচারের (বা ওয়েবে প্রচার) সুযোগ দান করে।

অস্ট্রেলিয়া ব্রডকাস্টিং করপোরেশন (এবিসি) ও এবিসি পুল নামক একটি সহযোগিতামূলক মাধ্যম প্লাটফর্মের ভিত্তিতে মহাফেজখানায় রক্ষিত কিছু অডিও ও ভিডিও সৃষ্টিকর্ম মুক্তি দিতে শুরু করেছে।

নন্দিত ফরাসি আলোকচিত্র শিল্পী, সাংবাদিক পরিবেশবাদী ইয়ান আরথাস বার্টলরান্ড 'হোম' নামক একটি বড় ধরনের নতুন প্রামাণ্যচিত্র ২০০৯ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কোনোরূপ সৃষ্টিস্বত্ব

বিধিনিষেধ ছাড়াই মুক্তি দিয়েছেন। ডিভিও বিনিময় মাধ্যম ইউটিউব ডট কম থেকে ১২০ মিনিটের এই চলচ্চিত্র বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য পাওয়া যায়। ব্যবহার জীর্ণ পথকে ঝক্কিমুক্ত করার জন্য আল জাজিরা ও এবিসি উভয়েই ক্রিয়েটিভ কমনস থ্রি ডটজিরো এট্রিবিউশন লাইসেন্স ব্যবহার করে। ক্রিয়েটিভ কমনস একটি আন্তর্জাতিক লাভবিমুখ সংস্থা যা সৃষ্টিস্বত্ব মালিকদের তাদের সৃষ্টিকর্ম অন্যদের পুনর্ব্যবহার ও রিমিক্স করতে দেয়ার জন্য বিনামূল্যে লাইসেন্স ও হাতিয়ার প্রদান করে। ২০০১ সাল থেকে এই সংস্থা হাজার প্রগতিশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের সৃষ্টিকর্ম বিনিময়ের জন্য একটি আইনি কাঠামো দিয়েছে। তারপরও নির্মাতাদের হাতে কিছু অধিকার থাকে। যার মাধ্যমে তারা কোনটার ব্যবহার কাকে করার সুযোগ দেয়া হবে তা বেছে নিতে পারেন।

ঐতিহাসিক উত্তেজনা

এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও বাধানিষেধ ও বিনিময়ের মধ্যে বিতর্কটি বিষাদমূলক এসব উত্তেজনার শিকড় ইতিহাসে প্রোথিত।

আধুনিক কপিরাইট (গ্রন্থস্বত্ব) আইনের সূচনা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমা সমাজে। সেই থেকে যোগাযোগ প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেও অনেক কপিরাইট আইন সম্পর্কিত ধারণা বিদ্যুৎ অবিষ্কারের আগেকার সময়ের মতোই রয়ে গেছে।

ইন্টারনেট ও ডিজিটাল মাধ্যম মূল ও কপি মধ্যকার ব্যবধানকে বহুলাংশে অপ্রচলিত করে তুললেও কপিরাইট আইনে পরিবর্তনগুলো কৃত্রিমভাবে সেগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করেছে বলে ভারতীয় বংশোদ্ভূত চীনা আইন গবেষক লরেন্স লিয়াট উল্লেখ করেছেন। বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে যারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হচ্ছে। তিনি বলেছেন, কপি বাতিল, উন্মুক্ত উৎস আন্দোলন, শেয়ার অ্যান্ড স্টিট পারফরমার চুক্তির মতো কপিরাইটের বিদ্যমান বিকল্পগুলো কপিরাইটের বাস্তবতাকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করছে।

ধারণাগত দিক থেকে এসব বিকল্প কপিরাইটের ভিত্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ তুলে ধরেছে। জোর দেয়া হচ্ছে সৃষ্টিকর্ম রদবদল বিতরণে ব্যবহারকারীদের সামর্থ্যের ওপর—যদিও সৃষ্টি করার জন্য এখনো 'উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থা' বিদ্যমান রয়েছে...।'

লিয়াঙ অবাধ ও উন্মুক্ত উৎস সফটওয়্যার (এফওএসএস) আন্দোলনকে 'কপিরাইট নিয়ে জোরালো আলোচনায় একটা শক্তিশালী পাল্টা ধারণা হিসেবে মনে করেন, যে ধারণা বিকল্প কর্মপদ্ধতির পথ উন্মুক্ত করে, যাকে আমরা জ্ঞান উৎপাদন ও বিতরণের বিষয় হিসেবে ভাবতে পারি।'

এফওএসএস সমর্থকরা প্রমাণ করেছেন যে, মালিকানাভিত্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতামূলক সফটওয়্যার উন্নয়নের

সহাবস্থান হতে পারে। এফওএসএস ব্যবহারকারীদের জন্য পছন্দ করার সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে, একই সঙ্গে তা অনেক উদীয়মান অর্থনীতিতে কম্পিউটার সাক্ষরতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

বিজ্ঞানে উন্মুক্ত সুযোগ

ইতোমধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার নিজস্ব উন্মুক্ত সুযোগ (ওএ) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেন্দ্রবিন্দুতে যে প্রশ্নটি রয়েছে তা হলো : স্বল্প আয়ের দেশগুলোর গবেষকদের কি সর্বশেষ গবেষণালব্ধ আবিষ্কারে অবাধ সুযোগ থাকবে? বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রকাশনা একটা লাভজনক ব্যবসা। ওএর জোরালো সমর্থক ভারতীয় তথ্য বিজ্ঞানী সুববিয়াহ অরুনাচলম বলেছেন 'স্বল্পমূল্যে ও আরো দ্রুততার সঙ্গে জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর মতো প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও প্রকাশকরা তাদের চাঁদাভিত্তিক পদ্ধতি পরিবর্তনে আগ্রহী নয়।' বিগত দশকে বেশ কয়েকটি ওএ উদ্যোগে সুযোগের পথে প্রতিবন্ধকতা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য ও জীবচিকিৎসা গবেষণা বিষয়ক হিনারি (HINARI), যার আওতায় বর্তমানে ৩০টি ভাষায় ৮ হাজার ৫শ'র বেশি সাময়িকী ও ৭ হাজার ই-পুস্তক রয়েছে এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা পরিচালিত ১ হাজার ৯শ'র বেশি সাময়িকী নিয়ে কৃষি গবেষণা বিষয়ক এগোরা (AGORA)।

উভয় কর্মসূচিই বিজ্ঞানভিত্তিক বড় বড় প্রকাশকদের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং এগুলোতে দক্ষিণের যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনামূল্যে বা ভর্তুকিকৃত মূল্যে অনলাইনে সাময়িকী ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হয়। লাভবিমুখ পাবলিক লাইব্রেরি অব সায়েন্স তার নিবন্ধগুলো প্রত্যেককে অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়ার সুযোগ দিয়ে আরো একধাপ এগিয়ে গেছে।

কোনো বিজ্ঞান পত্রিকা বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে প্রতিবার প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের একটি দিন দেয়ার প্রস্তাব নিয়ে যুক্তরাজ্য সরকার বর্তমানে আলোচনা করছে। এই অর্থ গবেষণা সহায়ক তহবিল থেকে আসবে। এই উত্তপ্ত আলোচনা ঘিরে বিভিন্ন স্বার্থের কথা উঠে আসছে, যেগুলোর

মধ্যে ভারসাম্য বিধান করতে হবে।

অরুণাচলমের মতো দীর্ঘদিনের সমর্থকরা জানেন যে, সম্ভাবনাগুলো এখনো তাদের পক্ষে নয়। ২০০৯ সালে তিনি লিখেছেন, অ্যাসোসিয়েশন অব রিসার্চ লাইব্রেরিজ, স্কলারশি পাবলিশিং অ্যান্ড একাডেমিক রিসোর্সেস কোয়ালিশন ও পাবলিক লাইব্রেরি অব সায়েন্সের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তত কিছুকালের জন্য হলেও বড় বড় প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে তাদের লড়াইকে অসম হিসেবে দেখতে পাবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অধিকতর গণতন্ত্রায়নের পথ সুগম করার মতো জনসমর্থন বরং মন্থর। অরুণাচলম মনে করেন যে, ব্যক্তিমালিকানাধীন করার প্রচেষ্টা ঠেকানোর জন্য 'প্রযুক্তির গণতন্ত্রায়ন ধারা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইয়েল আইন স্কুলের একসেস টু নলেজ (A2K) এবং ইন্টারনেট উদ্যোক্তা ব্রিউস্টের কাহলে শুরু করা ইন্টারনেট আর্কাইভের মতো আন্দোলনগুলো অধিকতর বেগবান হওয়া প্রয়োজন।

কে পরিশোধ করছে?

উন্মুক্ত বিষয়বস্তু ও উন্মুক্ত মহাফেজখানার ধারণাগুলো যে মন্ত্রমুগ্ধ করার মতো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি আমরা যখন অণুর পরিবর্তে ইলেকট্রন ব্যবহার করতে যাই, তখন তার প্রকৃত ব্যয় তো মেটাতে হয়। যারা বিষয়বস্তু তৈরি ও বিতরণ করে তারা নিজেদের কীভাবে টিকিয়ে রাখে? এর কোনো সহজ উত্তর নেই— একই মাপ সবার খাপ খায় না। আমাদের ব্যবসার এমন মডেল ও প্রযুক্তির প্লাটফরম খুঁজে বের করতে হবে, যা আকাশকুসুম আদর্শবাদ ও নাট-বল্টুর প্রয়োগবাদ—এই দুই বিশ্বের উদ্দেশ্য সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ করবে।

আমার জানামতে, দুটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ থেকে কিছুটা প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে : এর প্রথমটি হলো বিজ্ঞান ও উন্নয়ন নেটওয়ার্ক বা Scidev.Net পুরোপুরি ওয়েবভিত্তিক সাংবাদিকতা সংক্রান্ত সেবায় নিয়োজিত, যা উন্নয়নশীল বিশ্বকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য ও বিশ্লেষণ জোগান দিচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও সম্পাদক ডেভিড ডিকসন বলেছেন, 'Scidev.Net প্রতিষ্ঠার অন্যতম নীতি হলো, এই ওয়েবসাইটের সকল সামগ্রীর সুযোগ তাদের বিনামূল্যে পেতে হবে এই ভিত্তিতে যে, যাদের উদ্দেশ করে এই সামগ্রী দেয়া হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই তারা মূল্য পরিশোধের অবস্থায় থাকবে না। এ লক্ষ্যে আমরা বরাবরই একটি উন্মুক্ত বিষয়বস্তু ভিত্তিতে এটা পরিচালনা করেছি এবং যেসব সাহায্য সংস্থা আমাদের উদ্যোগে সহায়তা করেছে তাদের প্রতি আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

গুরুত্বপূর্ণ হলো দ্বিপক্ষীয় সাহায্য সংস্থাগুলোর অনিয়ন্ত্রিত (মূল) অর্থ সহায়তা। যুক্তরাজ্যে নিবন্ধিত এই লাভবিমুখ সংস্থার বার্ষিক বাজেটের (২০১১ সালে ১৮ লাখ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার) বেশিরভাগ অর্থ আসে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন ও যুক্তরাজ্য সরকারের কাছ থেকে। (প্রকাশ থাকে যে, আমি একজন ট্রাস্টি)। সায়েন্স ও নেচার সাময়িকী দুটির জন্য মূল্য পরিশোধ করতে হয়। সাময়িকী দুটির যেসব অংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সরাসরি প্রাসঙ্গিক অনলাইনে বিনামূল্যে সেসব অংশের সুযোগ দেয়ার জন্যও Scidev.Net আলোচনা করেছে। ডিকসন বলেছেন, 'প্রায়োগিকভাবে এটা উন্মুক্ত বিষয়বস্তু না হলেও এর চেতনাটি একই।' মেজরিটি ওয়ার্ল্ড হলো দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মেধাবী আলোকচিত্র শিল্পীদের নিয়ে কাজ করে এবং তাদের সৃষ্টিকর্ম ও সেবা আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের কাছে বাজারজাত করে। দক্ষিণ গোলার্ধের আলোকচিত্র শিল্পীদের জন্য 'সমান সুযোগ সৃষ্টির' লক্ষ্যে এ অঞ্চলে মাল্টিমিডিয়া ও সাংবাদিকতার দক্ষতা বিকাশের অগ্রদূত বাংলাদেশের দৃক গ্যালারি এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা।

মেজরিটি ওয়ার্ল্ডের চেয়ারম্যান খ্যাতনামা আলোকচিত্র শিল্পী ও ফটো সাংবাদিক শহীদুল ইসলাম সপক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের ভারসাম্য বিধান করতে চান, যে মিশ্রণ সহজ বা সাধারণ নয়। মেজরিটি ওয়ার্ল্ডকে তিনি স্থানীয় সংস্কৃতি, উন্নয়নের বিষয়, পরিবেশ ও সমসাময়িক জীবনধারা সম্পর্কে অনবদ্য অন্তর্দৃষ্টি বিকাশের সুযোগ দিয়ে স্থানীয় আলোকচিত্র শিল্পীদের জন্য দ্বার উন্মোচন ও দর্শকদের মনের মুক্তি হিসেবে মনে করেন।

ওয়েব যখন বিনামূল্যের প্রতিচ্ছবিতে ভরা, উচ্চমানের প্রতিচ্ছবি এখনো কি বাজার পেতে পারে? আলম উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ ও ব্যবসার নতুন নতুন মডেল পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন স্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন, যেখানে বিষয়বস্তুর নির্মাতা ও ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। যাদের মুনাফার একটা পরিষ্কার উদ্দেশ্য থাকে তাদের জনস্বার্থ ও শিক্ষাখাতে প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীদের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে হবে।

নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল মিডিয়ার বিস্তার জটিলতার নতুন স্তর যোগ করেছে। তবে এগুলোর নতুন সম্ভাবনাও রয়েছে। আলম 'নির্বিরোধ লেনদেন পদ্ধতির' প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেন যা ব্যাংকের মতো চিরাচরিত মধ্যবর্তী ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাবে। কারণ, এখন ব্যাংকের উচ্চ হারের মাশুল ক্ষুদ্র অঙ্কের অর্থ পরিশোধকে অর্থহীন করে দেয়া টুইটারের সঙ্গে কিছু সামাজিক মাধ্যম প্লাটফর্মে ইতোমধ্যেই এই পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে, যার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর নির্মাতা তাদের জন্য ন্যায্যপ্রাপ্তি ও জনকল্যাণের মধ্যে আরো ভালো ভারসাম্য বিধান করতে পারবেন।

অলিম্পিকের শিক্ষা

পরিশেষে বিশ্ব অলিম্পিক আন্দোলন থেকে আমরা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যা শতাব্দীকাল ধরে রাজস্ব ও জননিয়োজনের মধ্যে সাফল্যজনকভাবে ভারসাম্য রক্ষা করেছে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) সকল অলিম্পিক ক্রীড়ার জন্য বিশ্বব্যাপী সম্প্রচার অধিকারের মালিক এবং তা টিভি, রেডিও, মোবাইল ও ইন্টারনেট প্লাটফর্মের মাধ্যমে সম্প্রচারের জন্য বিভিন্ন গণমাধ্যম কোম্পানির মধ্যে সেগুলো বণ্টন করে দেয়। অধিকারগুলো বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে প্রচারণার দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্থায়নের প্রধান চালক; সম্প্রচারও জনপ্রিয়তা ধরে রাখে এবং অলিম্পিক মূল্যবোধ এগিয়ে নেয়। চাঁদাভিত্তিক সম্প্রচার থেকে উচ্চতর রাজস্ব আয়ের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আইওসি বিনামূল্যে সম্প্রচারকারীদের পছন্দ করে। "আইওসি বিভিন্ন গণমাধ্যমে পরিপূর্ণ প্রচার ও বিশ্বে সর্বাধিক সম্ভব দর্শক নিশ্চিত করার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।..."

বিগত বছরগুলোতে আধুনিক অলিম্পিকের প্রতিষ্ঠাতাদের লালিত স্বপ্নের নির্ভেজাল অপেশাদারিত্ব থেকে সরে গেছে। শুদ্ধিবাদীরা জোরারোভাবে এর বিরোধিতা করলেও এটি এমন সুরক্ষিত প্রয়োগবাদ যা আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার একটিকে সমুন্নত রাখছে। সকল কিছু পছন্দ করা বা কোনো ধরনের পছন্দ না থাকা কখনো সুস্থতা নয়। বরং আমরা মধ্যবর্তী পর্যায়ে যাই যেখানে আমাদের বস্তুগত বিশ্ব ও নেটওয়ার্ক বিস্তৃত সমাজে ব্যক্তি ও জনস্বার্থের সেবায় বাণিজ্য মিলিত হয় সর্বসাধারণের সঙ্গে।

নালাকা গুণবর্ধন*
টিভিই-এশিয়ার পরিচালক ও সহপ্রতিষ্ঠাতা

তথ্য ও জাতিসংঘ সাক্ষরতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ঢাকাস্থ জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ও সেন্টার ফর ইনফরমেশন স্টাডিজ, বাংলাদেশ (সিসবি)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ২৬-২৭ জানুয়ারি দু'দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সাভারে অবস্থিত ধানমন্ডি রোটারি ক্লাব বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত তথ্য ও জাতিসংঘ সাক্ষরতা বিষয়ক এই প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. এমারত হোসেন। উক্ত স্কুলের ৩০ জন শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সেকেন্ডারি এডুকেশন অফিসার সৈয়দ শাহরিয়ার মজলিশ। রোটারিয়ান শিগফ্রিড য্যানজিং এবং ফ্লোরাস গ্যারেডস সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্সপারসনের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল-ইসলাম, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা এবং নজেল ম্যানেজমেন্ট অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করা হয়।

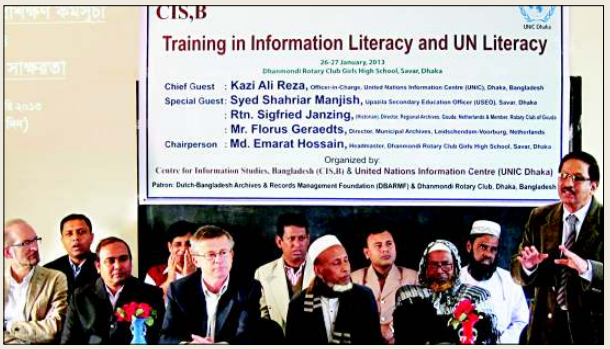

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের অধিকর্তা কাজী আলী রেজা

মিনহাজউদ্দিন আহমেদ, সিসবি

মো. মনিরুজ্জামান, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

কাজী আলী রেজা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা

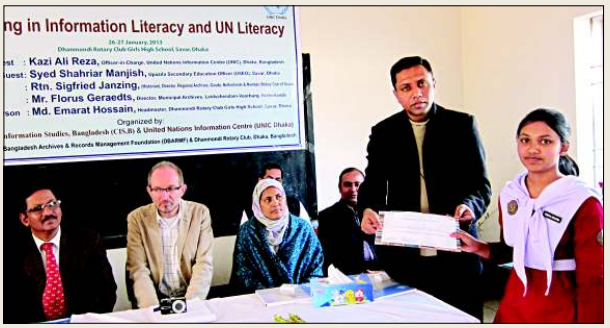

অধ্যাপক ড. মেজবাহ-উল-ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সার্টিফিকেট হাতে প্রশিক্ষণার্থী ও মঞ্চে উপবিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৯১৮ ৩০৮৬, ফ্যাক্স : ৯১৮৩১০৬ ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor: Kazi Ali Reza, Phone: 9183086 Fax: 9183106 e-mail: info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org